৪) ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে কর্মবাদ কী? এবং কর্মবাদের গুরুত্ব কী? অথবা, কর্মের প্রকারভেদ আলোচনা করো।

Ans⇒ ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে কর্মবাদ একপ্রকার নৈতিক কার্য-কারণবাদ। কর্মবাদ বলতে সমস্ত মানুষের জীবন ও নৈতিক জগতের নিয়ামক নিয়মকে বোঝানো হয়। 'কর্ম' শব্দের দ্বারা কর্মজনিত শক্তি এবং কর্মফল উৎপাদনের সুপ্ত শক্তিকেও বোঝায়। কর্মবাদের মূল কথা হল — জীবনে সুখ-দুঃখ ভোগ কর্মের জন্য ভোগ, এবং তা কর্মেরই ফল। কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করতে হয় — ভালো কাজ করলে ভালো ফল পাওয়া যায় এবং মন্দ কাজ করলে মন্দ ফল পাওয়া যায়। ব্যক্তিজীবনের বৈষম্য ব্যাখ্যার জন্যই ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে কর্মবাদ স্বীকার করা হয়েছে। এই জন্যই কেউ সুখী, কেউ দুঃখী, কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত, কেউ পণ্ডিত, কেউ মূর্খ। আবার কখনো কখনো ধার্মিক ব্যক্তিরা প্রায়ই দুঃখ ভোগ করে এবং অসৎ ব্যক্তি কুকর্ম করেও সুখে জীবন যাপন করে। ভারতীয় শাস্ত্রকারদের মতে, এই রকম হওয়ার কারণ হল পূর্বজীবনের কর্ম। পূর্বজীবনের কর্ম অদৃশ্য শক্তি রূপে বা অদৃষ্ট রূপে সঞ্চিত থাকে এবং পরজীবনে তা প্রকাশ পায় বা ফল ভোগ করে। কর্মফল ভোগের জন্যই জীব জন্ম গ্রহণ করে। একজন্মেই সমস্ত ফলভোগ শেষ না হওয়ায় জীবকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। এই কর্মবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যই ভারতীয়

নীতিশাস্ত্রীগণ জন্মান্তরবাদকে স্বীকার করেছেন। ভারতীয় নীতিতত্ত্বে কর্মফলের পরিণতি হল জন্মান্তরবাদ। সঞ্চিত কর্মের ফলভোগের জন্যই মৃত্যুর পরও জীবকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। কর্মফল অদৃষ্টশক্তিরূপে সঞ্চিত থাকে বলেই ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে কর্ম-নিয়মকে 'নৈতিক মূল্যের (ভাল-মন্দ কর্মফলের) সংরক্ষণ নিয়ম' বলা হয়। এই সঞ্চিত বা সংরক্ষিত কর্মফল ভোগের জন্যই মৃত্যুর পরও জীবকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং এভাবেই চলে জন্ম থেকে জন্মান্তর। বৌদ্ধদর্শনে একেই বলা হয়েছে 'ভবচক্র', অপরাপর দর্শনে বলা হয়েছে 'ভব-বন্ধন' বা 'সংসারদশা'।

■ ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে কর্মের প্রধান দুটি বিভাগ আছে— (i) অনারব্ধ কর্ম এবং (ii) আরব্ধ কর্ম বা প্রারব্ধ কর্ম। অনারব্ধ কর্মের আবার দুটি বিভাগ আছে— (ক) প্রাক্তন বা সঞ্চিত কর্ম এবং (খ) ক্রিয়মান বা সঞ্চীয়মান কর্ম। পূর্বজন্মেকৃত যেসব কর্মের ফলভোগ এখনো শুরু হয়নি, পরে হবে, তাদের বলা হয় 'অনারব্ধ প্রাক্তন কর্ম' বা 'অনারব্ধ সঞ্চিত কর্ম'। বর্তমান জন্মের যেসব কৃতকর্মের ফলভোগ এখনো শুরু হয়নি, পরে হবে অর্থাৎ এই জীবন বা পরজীবনে হবে, তাদের বলা হয় 'অনারব্ধ ক্রিয়মান কর্ম বা অনারব্ধ সঞ্চীয়মান কর্ম'। পূর্বজীবনের অথবা বর্তমান জীবনের যেসব কৃতকর্মের ফলভোগ শুরু হয়েছে তাদের বলা হয় 'আরব্ধ কর্ম' বা 'প্রারব্ধ কর্ম'। সুতরাং কর্মের বিভাগ মোট তিনটি— (i) অনারব্ধ সঞ্চিত কর্ম, (ii) অনারব্ধ সঞ্চীয়মান কর্ম এবং (iii) প্রারব্ধ কর্ম। * জীবের বিশেষ প্রকারের দেহধারণ, তার সুখদুঃখ ইত্যাদির হেতু হচ্ছে প্রারব্ধ কর্ম।

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে— কর্মমাত্রই তার ফল আছে। তাই এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন হয়— তাহলে কি আমাদের কোনো মুক্তি বা মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না? কেননা অনবরতই আমরা কর্ম করে যাচ্ছি এবং তার ফলভোগ করে যাচ্ছি। অসৎকর্ম করে তার ফলভোগের জন্য অসাধু-ব্যক্তিকে যেমন পুনর্জন্ম নিতে হয়, তেমনি সৎকর্ম করে

তার ফলভোগের জন্য আত্মাকেও পুনর্জন্ম নিতে হয়। এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য কর্মের দুটি প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে— সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম। যে কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কর্ম, যে কর্ম সম্পাদনকালে ফল কামনা থাকে, তাই সকাম কর্ম। যেমন, পুত্র কামনায় কৃত পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সকাম কর্ম। দৈনন্দিন জীবনে কৃত আমাদের সব কর্মই সকাম। আর যে কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত, ~~যে কর্ম~~ ফললাভের কামনা না করে অনাসক্ত হয়ে যে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা হয়, তাই নিষ্কাম কর্ম। সকাম কর্ম করলে তার থেকে মুক্তি লাভ করা যায় না। কিন্তু নিষ্কাম কর্মে কোনো কামনা না থাকায় তার ফলভোগও থাকে না। নিষ্কাম কর্ম যেমন কর্মফল সঞ্চয় করে না তেমনি আবার সঞ্চিত কর্মফলকেও বিনষ্ট করে। নিষ্কাম কর্ম করলে পুনর্জন্ম হয় না এবং তাতে জীব মুক্তিলাভ করতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের উপদেশ দিয়েছেন। মানুষকে কেবল কর্তব্যজ্ঞানেই কর্মসাধন করতে হবে, কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। এই প্রকার কর্মকেই গীতায় বলা হয়েছে 'কর্মযোগ'। এইজন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন কর্মেই জীবের অধিকার, কর্মফলে নয়। নিষ্কাম কর্মের উল্লেখ হওয়ায় ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে কর্মবাদ অদৃষ্টবাদে পরিণত হতে পারেনি। নিষ্কাম কর্ম সাধন করলেই জীব দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করতে পারে। অতএব, ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদের সঙ্গে মোক্ষপ্রাপ্তির কোন বিরোধ নেই।